যুগান্তর

তারিখ 07 JUN 2008
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ২

হাসিনার মুক্তি আন্দোলনের প্রস্তুতি

ছাত্রলীগের জেলা শাখাগুলোতে নতুন কমিটি হচ্ছে

মুসতাক আহমদ

ছাত্রলীগকে সক্রিয় এবং সাংগঠনিক কার্যক্রমে গতিশীলতা আনার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। শেখ হাসিনা মুক্তি আন্দোলনকে সামনে রেখে এ পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে বলে জানান সংগঠনের সভাপতি মাহমুদ হাসান রিপন। পদক্ষেপের অংশ হিসেবে সারাদেশে ছাত্রলীগের নিষ্ক্রিয় কর্মীদের সক্রিয়, মেয়াদোত্তীর্ণ জেলা কমিটি পুনর্গঠন, সক্রিয়দের দিয়ে কমিটি গঠনসহ নানা কর্মসূচি হাতে নেয়া হয়েছে। এ লক্ষ্যে শিগগিরই জেলা শাখাগুলোতে কর্মিসভা করা হবে। আর ওইসব সভা অনুষ্ঠিত হবে কেন্দ্রীয় নেতাদের উপস্থিতিতে।

ছাত্রলীগের গঠনতন্ত্র অনুযায়ী কেন্দ্রীয় কমিটি দু'বছর এবং জেলা শাখা কমিটির মেয়াদ এক বছর। সংগঠনটির বর্তমানে মোট ৮৭টি জেলা শাখা রয়েছে। সর্বশেষ ২০০৬ সালের ৩ এপ্রিল কাউন্সিলে প্রত্যক্ষ ভোটের মাধ্যমে মাহমুদ হাসান রিপনকে সভাপতি এবং মাহফুজুল

কমিটি : পৃষ্ঠা ১৫ : কলাম ১

কমিটি : ছাত্রলীগের

(৩য় পৃষ্ঠার পর)

হায়দার চৌধুরী রোটনকে সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত করা হয়। যদিও প্রত্যক্ষ ভোটাভুটির মাধ্যমে ওই কমিটির শীর্ষ নেতৃত্ব নির্বাচিত করা হয়, কিন্তু এর ভোটের ফলাফল নিয়ে নেতাকর্মীদের মাঝে নানা সন্দেহ-সংশয় রয়েছে। যে কারণে বর্তমান নেতৃত্ব দায়িত্ব নেয়ার পর থেকে গত দু'বছরে অন্তত ডজন বার অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বের কারণে বিভিন্ন সময়ে সংঘটিত সশস্ত্র হামলা-পাল্টা হামলা, মারামারি, হাতাহাতি, পাল্টা কমিটি গঠন ও নেতাদের অবাঞ্ছিত ঘোষণার মতো ঘটনার মুখোমুখি হয়েছে। তবে প্রত্যেকবারই আওয়ামী লীগের শীর্ষ নেতাদের হস্তক্ষেপে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে। সর্বশেষ গত মাসে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বিদ্রোহী অংশের এক নেত্রীর ওপর মূলধারার নেতাকর্মীরা কেন্দ্রীয় লাইব্রেরির সামনে লাঠিসোটা নিয়ে হামলা চালানোর পর অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব আবার প্রকট আকার ধারণ করে। এ যাত্রায়ও আওয়ামী লীগের শীর্ষ নেতৃত্ব এবং ছাত্রলীগের সাবেক নেতাদের হস্তক্ষেপে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে। অবশ্য একটি সূত্র জানিয়েছে, শিগগিরই ঘোষিতব্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন হল শাখার কমিটিতে বিদ্রোহীদের প্রতিনিধি রাখার শর্তে সমঝোতা হয়। এর ফলে ছাত্রলীগে বর্তমানে দৃশ্যত আর কোন অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব নেই।

বর্তমান কমিটির মেয়াদ ইতিমধ্যে ২ বছর পার হয়ে আরও ২ মাস অতিবাহিত হয়েছে। কিন্তু এ কমিটি একমাত্র ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কমিটি ছাড়া আর কোন জেলা শাখার কমিটি গঠন করতে পারেনি। খোঁজ নিয়ে জানা যায়, ছাত্রলীগের বিগত লিয়াকত-বাবু কমিটি ৬৫টি জেলা শাখা গঠন করে গেছে। ওইসব কমিটির বয়সও ২ বছর পার হয়ে কোন কোনটি ৩ বছরে পড়েছে। বাকি যে ২২টি কমিটি রয়েছে, সেগুলোর বয়স সর্বনিম্ন ৪ বছর থেকে ৮ বছর পর্যন্ত হয়েছে।

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, বুয়েট, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় শাখার কমিটি গঠিত হয়েছে ২০০৩ সালে। ঢাকা মহানগর কমিটির মেয়াদ ইতিমধ্যে ৬ বছর এবং চট্টগ্রাম কমিটির প্রায় ৮ বছর পার হয়েছে। এসব শাখার অধিকাংশ সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক রাজনীতিতে সক্রিয় নন। কেউ কেউ বিয়ে করে সংসারী এবং ব্যবসায় মনোনিবেশ করেছেন। বর্তমানে অবশ্য অনেকে আত্মগোপনে আছেন।

নেতাকর্মীরা জানান, এক বছরের কমিটি এভাবে বছরের পর বছর কার্যকর থাকায় নেতৃত্ব সৃষ্টি হচ্ছে না। উঠতি, তরুণ এবং প্রতিশ্রুতিশীল নেতারা হতাশার পাশাপাশি নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়েন। এ অবস্থাই বর্তমানে বিরাজ করছে গুরুত্বপূর্ণ শাখাগুলোতে। জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় শাখার এক নেতা বুধবার রাতে যুগান্তর কার্যালয়ে সশরীরে হাজির হয়ে তার হতাশার কথা জানিয়ে বলেন, এভাবে চলতে থাকলে নেতা এবং কর্মীশূন্য হয়ে পড়বে সংগঠন।

ছাত্রলীগ সভাপতি মাহমুদ হাসান রিপন জেলা কমিটিগুলোর মেয়াদ পার হওয়া এবং নেতাকর্মীদের মাঝে হতাশার কথা স্বীকার করে বলেন, তিনি তার মতো করে গুছিয়ে নিয়েছেন। তারপরও জেলার শীর্ষ নেতারা তাকে সর্বাত্মক সহযোগি